দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 29 OCT 2007
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

উপকরণ সংকট অব্যবস্থাপনা অনিয়ম

বটিয়াঘাটার বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম ভেস্তে যাওয়ার পথে

আবু হেনা মুক্তি

খুলনার বটিয়াঘাটায় উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে নিয়োজিত ভগ্নী নিবেদিতা নামক একটি এনজিও'র দায়িত্বে অবহেলা, উদাসীনতা, খামখেয়ালীপনা, স্বেচ্ছাচারিতা, অনিয়ম এবং অব্যবস্থাপনার দরুন গোটা বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম ভেঙে যেতে বসেছে। কেন্দ্রগুলো এখন শিক্ষার্থীশূন্য। উপকরণের তীব্র সংকট। দিনের পর দিন চলছে হরিলুট আর ওভারের ফাঁকি। প্রতারিত হচ্ছে এলাকার সহজ-সরল মানুষ।

মান উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রকল্প-১/বি-এর অধীনে ভগ্নী নিবেদিতা মঞ্চ বটিয়াঘাটার যে সকল কেন্দ্রে কার্যক্রম চালাচ্ছে সেখানে প্রয়োজনের তুলনায় মাত্র ১০ শতাংশ শিক্ষার্থী উপস্থিত রয়েছে। কেন্দ্রগুলোর স্বেচ্ছাচারিতার কারণে অনেক কেন্দ্র সরেজমিন পরিদর্শনে শিক্ষার্থীদের পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। খুলনার অদূরে বটিয়াঘাটার কাতিয়ানাবেলায় লুৎফর রহমান গোলদারের বাড়ী কেন্দ্রে সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায়, ক্লাসরুমে কেউ নেই। সহায়িকা মেহেরুন্নেসা মুন্নী ইনকিলাবসহ অন্যান্য সাংবাদিক প্রতিনিধিদের জানান, কেন্দ্রের টেলিভিশন, ব্যাটারী, রেডিও ও অন্যান্য উপকরণ নষ্ট। সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলো অনিয়মিত দেয়। মাত্র ২০টি ক্যাপ, ২টি ফিতা (মাপ নির্ণয় যন্ত্র) এবং একটি মাত্র পুরনো সেলাই মেশিন থাকায় শিক্ষার্থীরা অনাগ্রহী হয়ে পড়ছে। আমতলা পূর্বপাড়া গোপাল গোলদারের বাড়ীতে অবস্থিত কেন্দ্রটি খুবই স্যাঁতস্যাঁতে এবং ...। শিক্ষার্থী সমাপ্তি রায় জানায়, ...তে ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে এবং ...মগ্রীর অভাবে কেউ আসতে চায় না। ... রেডিও, ব্যাটারী নষ্ট থাকায় ...ত হচ্ছি। এনজিও কর্মকর্তারা ...কেউ এর প্রতিকার করে না।

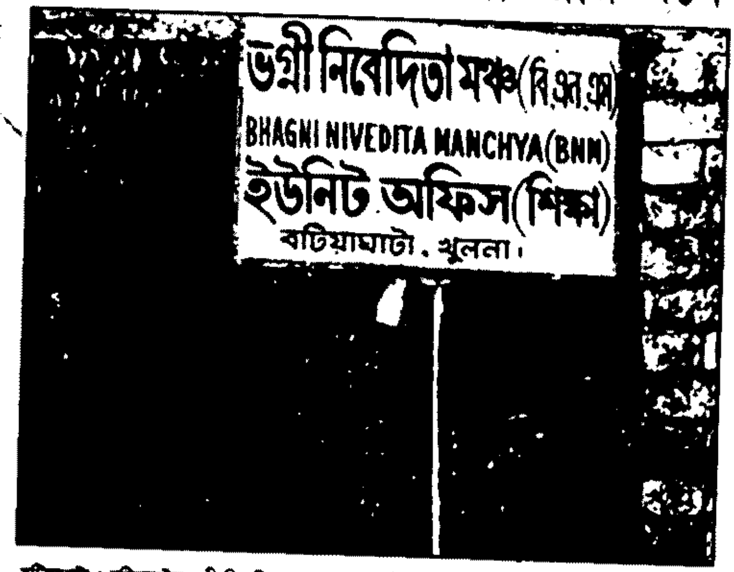

বটিয়াঘাটা ॥ বটিয়াঘাটায় ভগ্নী নিবেদিতা নামক উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের ইউনিট অফিস -ইনকিলাব

এনজিওর সহায়িকা কল্যাণী রায় বলেন, নিম্নমানের আসবাবপত্র এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ না থাকায় শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে। আমতলা পশ্চিমপাড়া কৃষ্ণদাস রায়ের বাড়ীর কেন্দ্রটি পরিদর্শনে গেলে একজন শিক্ষার্থীকেও খুঁজে পাওয়া যায়নি। সেখানেও টিভি, রেডিও, ব্যাটারী ও ভাড়া করা সেলাই মেশিনটিও নষ্ট। সুখদাড়া পূর্বপাড়া বিমল কৃষ্ণ সরকারের বাড়ীতে অবস্থিত কেন্দ্রে গিয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী বা সহায়িকা কাউকে পাওয়া যায়নি। ঘরটি জরাজীর্ণ এবং তালাবদ্ধ অবস্থায় দেখা যায়। প্রতিবেশীরা ইনকিলাবকে জানান, কেন্দ্রটি তেমন চলছে না। এ যেন, 'গোলেমালে যায় যতদিন' অবস্থা। এই কেন্দ্রের টিভি, রেডিও, ব্যাটারী নষ্ট। অন্যান্য কেন্দ্রগুলোর একই জরাজীর্ণ অবস্থা। কেন্দ্রগুলোতে কোন ফার্নিচার বা বসার জায়গা নেই। এ ব্যাপারে 'ভগ্নী নিবেদিতা মঞ্চ'-এর চেয়ারম্যান নিত্যানন্দ দে ইনকিলাবকে মোবাইলে জানান, আমার জানা মতে কেন্দ্রগুলো ঠিকভাবে চলছে। অত্রেয় নামক অপর একটি এনজিও এর সুপারভিশন করে। তবে আপনারা যেহেতু পরিদর্শন শেষে এসব কথা বলছেন, তাই এ বিষয়ে আমি সত্বর ব্যবস্থা নেব।